পরিবার এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক
(FAMILY AND KINSHIP)

❑ পরিবার (Family)

মানবজীবনের সকল প্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, পরিবার এমন একটি গোষ্ঠী যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক আছে এবং যা সন্তান উৎপাদন এবং তার লালন-পালনের স্বার্থে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও স্থায়ী। বার্জেস ও লক বলেন, পরিবার এমন একটি মনুষ্য গোষ্ঠী যার সভ্যগণ পরস্পরের সাথে বিবাহ-বন্ধন, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণ দ্বারা আবদ্ধ—যারা একটি একক সংসার গঠন করে—যারা স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোনের যথাযোগ্য সামাজিক ভূমিকায় পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান ও যোগাযোগরত এবং যারা একটি সাধারণ সংস্কৃতির সংরক্ষক। এন্থনী গিডেনসের মতে, পরিবার হল এমন এক জনগোষ্ঠী যা রক্তের সম্পর্ক, বিবাহ-বন্ধন বা দত্তক সম্পর্ক দ্বারা আত্মীয়তা-বন্ধনে যুক্ত এবং যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করে।

পরিবার মানবসমাজের এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। Peter Murdock প্রাগক্ষর এবং আধুনিক সমাজের ২৫০টি জনগোষ্ঠীর সমীক্ষা করে দেখান যে প্রতি সমাজেই পরিবার উপস্থিত আছে। পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিবার হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেখানে দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষ অর্থনৈতিক সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে বসবাস করে এবং অন্ততপক্ষে দুইজন ব্যক্তি সমাজ-স্বীকৃতভাবে অর্থাৎ বৈবাহিক সূত্রে স্বীকৃত হয়ে পারস্পরিক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে থাকে।

❑ পরিবারের কার্যাবলী (Functions of Family)

সমাজের এক প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াগত (Functional) ভূমিকা দেখা যায়। Murdock পরিবারের চারটি সর্বজনীন ভূমিকার উল্লেখ করেন। এগুলি হল যৌন তৃপ্তিসাধন, সন্তান প্রজনন, অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম ও সামাজিক শিক্ষাদান। তাঁর

Scanned with CamScanner

মতে পরিবারে দম্পতি-যুগলের যৌন সম্পর্ক নিশ্চিত ও স্বাভাবিক হওয়ায় সমাজে নব প্রজন্মের আগমন সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। এছাড়া, পরিবারের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে সদস্যদের খাদ্য-বস্ত্র-আবাসনের চাহিদা সুরক্ষিত থাকে। পরিবারের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত ভূমিকা সমাজের ক্রমপুঞ্জিত জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে নূতন প্রজন্মের মধ্যে সংবাহিত করে থাকে। T. Parsons পরিবারের দুটি মূল ভূমিকার উল্লেখ করেন যা হল প্রাথমিক সামাজিকীকরণ এবং ব্যক্তিত্বের স্থিতিকরণ। তাঁর মতে পরিবারে দম্পতির যৌন বাসনা চরিতার্থ হওয়ার মাধ্যমে দম্পতির মধ্যে আবেগময় প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গঠিত হয় যার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের স্থিতিশীলতা সৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য, এই স্থিতিশীল ব্যক্তিত্ব যৌনসংক্রান্ত ব্যভিচারের সম্ভাবনা প্রতিহত করে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক হয়ে থাকে। Horton ও Hunt পরিবারের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন যা হল পরিবারের সদস্যদের পদমর্যাদা প্রদান। পরিবার সদস্যদের বিভিন্ন বয়ঃক্রমে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ পদমর্যাদায় আসীন করে ওই পদমর্যাদার যথার্থ ভূমিকা পালনে প্রশিক্ষিত করে থাকে।

Maclver পরিবারের কাজগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন—অপরিহার্য (Essential) এবং অন-অপরিহার্য (Non-essential)। প্রথম ভাগে তিনি যে কাজের কথা বলেন তা হল, যৌন চাহিদার স্থায়ী পরিতৃপ্তি সাধন, সন্তানের জন্ম দান ও পরিপালন এবং একটি গৃহের সংস্থান। দ্বিতীয় ভাগের কাজ বলতে তিনি পরিবারের ধর্মীয়, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও বিনোদনমূলক ভূমিকার কথা বলেন।

পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিচে আলোচিত হল—

১। সন্তান-প্রজনন ও প্রতিপালন

পরিবারই হল সন্তান প্রজননের একমাত্র সমাজস্বীকৃত সংস্থা। পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়। ফলত পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব এবং বংশধারা অব্যাহত থাকে। একটি প্রবহমান সমাজকে নিজের সদস্যদের প্রতিস্থাপন (replacement)-এর ব্যবস্থা করতে হয়। এ ব্যাপারে সমাজ মানবপ্রজাতির পরিবারভিত্তিক যৌন উৎপাদনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। অবশ্য নরনারীর যৌন মিলন এবং সন্তান উৎপাদন পরিবারের বাইরেও সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু এরকম যৌনাচার ও সন্তান-প্রজনন সমাজের স্বীকৃত পায় না। এই যৌনাচার ব্যভিচার এবং এর ফলে জাত সন্তান জারজ সন্তান হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাছাড়া সন্তান প্রজননের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই পরিবারের দায়িত্ব সীমিত নয়। সন্তানের জন্মগ্রহণের পর তার প্রতিপালন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিবারই গ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর দীর্ঘকাল যাবৎ মানবশিশু অসহায় অবস্থায় থাকে। এই অসহায় অবস্থা থেকে শিশুর স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী তার সুষ্ঠু সেবাযত্ন ও লালন-পালন পরিবারের মধ্যেই সাধিত হয়। এ কাজ পরিবারের বাইরে যথাযথভাবে সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner

২। যৌন বাসনার পরিতৃপ্তি

পরিবার বিবাহব্যবস্থার মাধ্যমে নরনারীর যৌন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সমাজ-স্বীকৃত সুযোগ দেয়। এভাবে পরিবারের মাধ্যমে মানুষের দেহজ কামনা চরিতার্থ হয় এবং সমাজে যৌন ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ হয়। আবার পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সন্তান লাভের পর যৌন বাসনা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির সাথে মিশ্রিত হয়ে নিছক জৈব প্রবৃত্তির মানবিক উত্তরণ ঘটায়। কোনো কোনো সমাজ-চিন্তকের মতে যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনই হল পরিবারের প্রথম অপরিহার্য কাজ। যেমন মনু ও বাৎস্যায়ন যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধনকে পরিবারের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যৌন কামনার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে মানুষ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির বিষয়টিকে অবলম্বন করে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন জীবনভর স্থায়ী হয়। সাবেকি যৌথ পরিবারের তুলনায় আধুনিক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার এই ভূমিকা আরও ভালোভাবে পালন করতে পারে। বর্তমানের অনুপরিবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় এ ব্যাপারে অনুকূল ভূমিকায় অবতীর্ণ।

৩। সামাজিকীকরণ

মানবশিশুর সামাজিকীকরণের সূত্রপাত হয় পরিবারের মধ্যে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে পরিবারই হল আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবারের মধ্যেই শিশু নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও আচার-আচরণ পদ্ধতি আয়ত্ত করে। পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি যে সকল বিষয় শেখে ও যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলির প্রভাব আজীবন স্থায়ী হয়। পরিবারের অভ্যন্তরে আন্তর্মানবিক আচার-ব্যবহার শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের উপযুক্ত হওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী শিক্ষাকেন্দ্র হল পরিবার। শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের ব্যাপারে পরিবারের স্বাভাবিক সুবিধা আছে। পরিবার হল একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী যার সদস্যদের মধ্যে একটা 'আমরা-বোধ' বর্তমান। এই বোধের ফলে পারিবারিক ধ্যান-ধারণা, মনোভাব ও মূল্যবোধ সহজেই উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিশুর প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে পরিবারের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংস্থা সমাজে নেই। পিতামাতার সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে পরিবার শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবারই হল সেই ভাস্কর যে মানব-কর্দমকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির রূপ দেয়। এছাড়াও ট্যালকট পারসনসের মতে পরিবার হল একটি অণুবিশ্ব। পরিবার জাতিগোষ্ঠী, পাড়াপ্রতিবেশী ও বৃহত্তর সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যে বৃহত্তর সমাজকাঠামোর মধ্যে শিশুকে পরবর্তীকালে জীবন কাটাতে হবে তার সাথে পরিবারই শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটায়। পরিবারের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে সমস্ত সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে যেসব নীতি ও

Scanned with CamScanner

মূল্যবোধসমূহ অপরিহার্য, পরিবারই প্রাথমিকভাবে শিশুকে সেগুলি চেনায়। পরিবারকে 'সভ্যতার পরিবর্তনবিন্দু' (transfer point of civilization) বলা হয়। সামাজিকীকরণের সারমর্ম হল সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে ব্যক্তির পরিচয় ঘটানো। পরিবার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তুলে দেয়। এ কারণে পারসনস্ বলেছেন যে পরিবার সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী (cultural mediator) হিসেবে কাজ করে।

৪। অর্থনৈতিক দায়িত্বপালন

পরিবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল তার সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো। পরিবারের মধ্যে সকলে আর্থিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। আগেকার যৌথ পরিবারগুলি সদস্যদের পারস্পরিক আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করত। প্রাচীনকালের বৃহৎ পরিবারগুলি ছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও উৎপাদনের একক। তখন ভোগ্যদ্রব্যের অধিকাংশই পরিবারের মধ্যে উৎপন্ন হত। পরিবারের সকলেই পারিবারিক পেশা বা শিল্পে আত্মনিয়োগ করত। এখনও গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবার কৃষি এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে লিপ্ত থাকে। পল্লী অঞ্চলের পরিবারগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তো বটেই, এমনকি কিশোরগণ ও মহিলারাও কৃষিকার্য ও আনুষঙ্গিক গোপরিচর্যা প্রভৃতি কার্যাবলী এবং পারিবারিক কুটির শিল্পে অংশগ্রহণ করে। তবে আধুনিক যুগে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলি উৎপাদনের একক হলেও আগেকার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আর শহরে পরিবারগুলি অর্থনৈতিক একক হলেও উৎপাদনের একক নয়। শিল্পাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে সাধারণত পরিবারের সক্ষম পুরুষ ও ক্ষেত্র বিশেষে মহিলারাও পরিবারের বাইরে চাকরি, ব্যবসা বা বিভিন্ন রকম পেশায় নিযুক্ত থাকে। প্রাচীনকালের পরিবারের সদস্যদের মতো আধুনিক পরিবারের সদস্যরা আর একযোগে পরিবারভিত্তিক উৎপাদনকর্মে সাধারণত লিপ্ত থাকে না। এছাড়াও শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে আধুনিক কালে পরিবারের ভোগ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপও অন্য সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। পরিবারের অধিকাংশ ভোগ্যদ্রব্য এখন বাজার থেকে ক্রয় করা হয়। পরিবারের সদস্যরা অনেক সময়ে পরিবারের বাইরে খাদ্যগ্রহণ করেন।

৫। দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা

পরিবারের মধ্যে সবাই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বেশ নিরাপদ বোধ করে। পরিবারের উপযুক্ত ও সক্ষম সদস্যরা অন্য সকলের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব পালন করে। পরিবার তার সদস্যদের সকল প্রকার আপদ-বিপদের থেকে রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। পরিবারে আত্মীয়পরিজনের মধ্যে শিশুরা তো বটেই, বয়স্করাও নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। দুর্ঘটনা, অসুখ-বিসুখ ও অন্যান্য বিপদ-আপদে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সাহায্যের ব্যাপারে সকলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকে। তাই পরিবারই হল সকলের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। দৈহিক নিরাপত্তা ছাড়াও পরিবার মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক

Scanned with CamScanner

নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষের মনে হতাশা, হীনতা, আতঙ্ক প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। পরিবারের মধ্যে একটা অন্তর্ভুক্তিবোধ এবং সাহায্য-সহমর্মিতাবোধ বিদ্যমান থাকে বলে সদস্যদের মানসিক নিরাপত্তাবোধ অটুট থাকে।

৬। সামাজিক মর্যাদা দান

সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচিতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর সমাজজীবনে পারিবারিক পরিচিতির নিরিখে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিচিতি জন্মসূত্রে লব্ধ। পরিবারের সুনামের পর্যায় অনুযায়ী তার সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। পরিবারের অভ্যন্তরেও আবার সকলে সমান মর্যাদাসম্পন্ন নয়। ভূমিকার তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়। আবার এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর সমাজে অন্যান্যদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা নিরূপিত হয়।

৭। মানসিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন

পরিবার নর-নারীর স্নেহ-ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষাগুলি চরিতার্থ করে। মানুষের জৈব ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বলবান হয়ে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বামী-স্ত্রীকে অন্তরঙ্গ করে। প্রেম ও যৌনতার দ্বারা দ্বারা গ্রথিত একটি আবেগগত বন্ধন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করে। এছাড়াও রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে গভীর স্নেহপ্রীতি ও নিবিড় আত্মীয়তাবোধ থাকে তা মানুষের বহুবিধ মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটায়। পরিবারের মধ্যেই মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। পরিবার একটি 'মনস্তাত্ত্বিক ভারলাঘব কেন্দ্র' (psychological relief station) হিসেবে কাজ করে যেখানে ব্যক্তি তার কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপের হাত থেকে মুক্তি পায়। অতএব ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অতুলনীয়।

৮। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়

সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল সমাজে টাকা-পয়সা, জমি-জমা, স্থাবর ও অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। পারিবারিক সূত্রেই এই উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় পরিবারের ধরন বা প্রকৃতি অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পারিবারিক অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

৯। ধর্মবিষয়ক ভূমিকা

পরিবারের ধর্মীয় ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের মধ্যেই সন্তান-সন্ততির ধর্মীয় শিক্ষা সম্পাদিত হয়। পিতামাতা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকেই শিশু ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হয়। সনাতন হিন্দু পরিবারে গৃহদেবতার অধিষ্ঠান ছিল। তাছাড়া নানা উপলক্ষে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হত। এসবের প্রভাবে শিশুর মনে ধর্মবোধ জাগ্রত হত। অনেক পরিবারে পারিবারিক উপাসনার প্রথাও ছিল যাতে পরিবারের সকলেই অংশ নিত। তবে আধুনিক সমাজে পরিবারের ধর্মীয় ভূমিকা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১০। শিক্ষাবিষয়ক ভূমিকা

পরিবারের মধ্যেই শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। পিতা-মাতার ও অন্যান্য গুরুজনদের তত্ত্বাবধানে শিশু শিক্ষাজগতে প্রবেশ করে। আগেকার দিনের কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী পরিবারগুলি উত্তরপুরুষের জন্য বৃত্তিশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা পারিবারিক পেশার সাথে অল্প বয়স থেকেই জড়িত হয়ে পড়ত। তবে শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবারের সাবেকি ভূমিকা এখন ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। পরিবারের এই দায়িত্ব এখন কিনডারগার্টেন, শিশুবিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

১১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা সুসংহত সমাজব্যবস্থা গঠনে ও সংরক্ষণে সহায়তা করে। বস্তুত পরিবার মানুষের মনে একটা বাধ্য-বাধকতা বোধের জন্ম দেয় যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় কিছু নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ মেনে নিতে প্রণোদিত হয়।

❑ উপসংহার

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবারগুলির চিরাচরিত কার্যাবলী উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে পরিবারের বিভিন্ন কার্য সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা সম্পাদন করছে। বেবিসিটার, ক্রেশ ইত্যাদি অনেক আধুনিক সংস্থা শহরাঞ্চলে শিশু প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। পরিবারের উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক-বীমা-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-কাছারী ইত্যাদির মাধ্যমে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উপর এখন শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এখন পরিবারের নিরাপত্তামূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে হাসপাতাল-নার্সিংহোম-ক্লিনিক, থানা-পুলিশ, বার্ধক্য ভাতা বা পেনসনের ব্যবস্থা, বিভিন্ন সঞ্চয়মূলক ও বীমা প্রকল্প, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক আইন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও বর্তমানে পারিবারিক মানমর্যাদার তুলনায় ব্যক্তিগত মর্যাদার গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু তবুও সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন,সামাজিকীকরণ এবং উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা এখনও গুরুত্বপূর্ণ।

❑ পরিবারের প্রকার (Types of Family)

ভারতবর্ষে পরিবারের বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হয়। আকার, বৈবাহিক ধরন, কর্তৃত্বের ধরন, আবাসস্থল ও বংশানুক্রম অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন রূপ উল্লিখিত হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

আকারগত দিক থেকে পরিবারের দুটি রূপ দেখা যায়—একক বা অণুপরিবার (Nuclear family) এবং **বর্ধিত পরিবার** (Extended family)। অনুপরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত পরিবারকে বোঝায়। এই পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীও উপার্জনের উদ্দেশ্যে চাকুরী বা পেশায় নিযুক্ত থাকে। ফলে, পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তৃত্ব বজায় থাকে। এই পরিবার আধুনিক শিল্পসমাজে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, বর্ধিত পরিবার হল দুই বা ততোধিক অণুপরিবারের সংযুক্ত রূপ (consists of two or more nuclear families)। এই পরিবার দুই রকমের হয়। দাদু-ঠাকুমা, মাতা-পিতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে এই পরিবার গঠিত হলে তা **উল্লম্বী বর্ধিত পরিবার** (vertically extended family) বলে পরিচিত থাকে। আবার, একাধিক সহোদরের সংযুক্ত পরিবার অর্থাৎ বাবা, জ্যাঠা, কাকার যৌথ পরিবারকে **অনুভূমিক বর্ধিত পরিবার** (Horizontally extended family) বলা হয়ে থাকে। এই পরিবারকে সাধারণত কৃষিনির্ভর সমাজে দেখা যায়। এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। পরিবারে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, পেশা, বিবাহ, সম্পত্তি কেনা-বেচা, পূজা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষেরই কর্তৃত্ব উপস্থিত থাকে। ভারতে সাবেকি কৃষিনির্ভর সমাজে বর্ধিত পরিবার রূপ হিসেবে যৌথ পরিবার (joint family) ব্যবস্থা উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। I. Karve-এর মতে একই ছাদের তলায় থেকে একই রান্নাশালায় অন্নগ্রহণ করে সম্পত্তির যৌথ মালিকানা এবং পারিবারিক পূজায় অংশগ্রহণকারী সংগঠিত পরিবার হল **যৌথ পরিবার**। এই পরিবারে বেকার, অবিবাহিত ও অসুস্থ নারী ও পুরুষের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত থাকে।

বৈবাহিক ধরনের দিক থেকে পরিবারকে **অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ অনুসারী** (Endogamous) **বহির্গোষ্ঠী বিবাহ অনুসারী** (Exogamous) **একগামী** (Monogamous) এবং **বহুগামী** (Polygamous) রূপে শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ বলতে ব্যক্তি যে বৃহৎ গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই গোষ্ঠীর সদস্যকে বিয়ে করার প্রথাকে বলে। যেমন ভারতের সমাজে ব্রাহ্মণ জাত অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ জাতের মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। এরূপ বিবাহ অনুসারী পরিবার হল **অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহমূলক পরিবার**। অপরপক্ষে ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে অবস্থান করে তার বাইরে অন্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হল বহির্গোষ্ঠী বিবাহ। এক্ষেত্রে ভিন্নগোত্রের মধ্যে বিবাহ হল বহির্গোষ্ঠী বিবাহ। এরূপ বিবাহ অনুসারী পরিবার হল **বহির্গোষ্ঠী বিবাহমূলক**।

একগামী বিবাহ বলতে একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর বিবাহকে বোঝায়। একজন নারী বা পুরুষ একই সাথে একাধিক পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কোনো নারী বা পুরুষ যদি জীবনে একবারই বিবাহ করতে পারে তাহলে তা হবে সরল একগামিতা (Straight Monogamy)। আবার একজন নারী বা পুরুষ অপরপক্ষের মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার একজনকে বিবাহ করলে তা হয় ক্রমিক একগামিতা (Serial Monogamy)। ভারতে অনুসৃত সতী প্রথা বা বিধবা বিবাহ

Scanned with CamScanner

স্বীকৃত না থাকা সরল একগামিতার উদাহরণ। তবে বর্তমানে ক্রমিক একগামিতাই পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। যাই হোক এই ধরনের বিবাহ ভিত্তিক পরিবার হল একগামী পরিবার।

বহুগামী বিবাহ বলতে কোনো নারী বা পুরুষের একই সাথে একাধিক পুরুষ বা নারীর সঙ্গে বিবাহকে বোঝায়। এরূপ বিবাহ দু'ধরনের হয়ে থাকে। বহুপত্নীক বিবাহ (Polygynus Marriage) এবং বহুভর্তৃক বিবাহ (Polyandrous Marriage)। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক নারীকে বিবাহ করলে তা হয় বহুপত্নীক বিবাহ। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে এ ধরনের বিবাহ পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান সমাজেও এ ধরনের বিবাহ উপস্থিত থাকে। বহুভর্তৃক বিবাহে একজন নারীর একই সাথে একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়ে থাকে। চণ্ডীগড়, হিমালয়ের কিন্নর উপজাতির মধ্যে এ ধরনের বিবাহ অনুসৃত হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের বিবাহ ভিত্তিক পরিবারকে **বহুপত্নীক পরিবার** ও **বহুভর্তৃক পরিবার** বলে।

কর্তৃত্বের ধরন অনুযায়ী পরিবারকে দুভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে—পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) ও মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্ব কায়েম থাকে। অণুপরিবারে বা বর্ধিত পরিবারে এই পুরুষ হতে পারে পিতা, পিতামহ, কাকা, জ্যাঠা ইত্যাদি। পরিবারে সদস্যদের বিবাহ, শিক্ষা, পেশা, আবাসস্থল ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই পুরুষ প্রধানের সিদ্ধান্তই শেষ কথা হয়ে থাকে। শুধু রান্নাঘরের দায়-দায়িত্ব নারীদের উপর থাকে। ভারতের যৌথ পরিবার এরূপ পুরুষতান্ত্রিক পরিবার হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ রমণীর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে। এই রমনী সাধারণত স্ত্রী বা মা হয়ে থাকে।

Mclenan, Bachofen, Engels প্রমুখ সমাজবিদের মতে প্রাগক্ষর সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই সর্বজনীন ছিল। কিন্তু Bamberger, Webster প্রমুখ সমাজবিদের মতে এরূপ সিদ্ধান্তের তেমন কোনো যথার্থ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। উত্তর পূর্ব ভারতে খাসি ও গারো জনজাতির মধ্যে এখনো এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

বিবাহোত্তর কালে বসবাসের দিক থেকে পরিবারকে পিতৃ-আবাসিক (Patrilocal) এবং মাতৃআবাসিক (Matrilocal) রূপে ভাগ করা হয়। বিবাহের পর পুরুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে পিত্রালয়ে বসবাস করলে বা কোনো কন্যা বিয়ের পর তার স্বামীর পিত্রালয়ে গিয়ে বসবাস করলে এই পরিবার হয় **পিতৃ-আবাসিক**। সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় এরূপ আবাস দেখা যায়। ভারতে সমাজের মূলস্রোতে এরূপ পরিবারই দেখা যায়। পক্ষান্তরে, বিয়ের পর পুরুষ স্ত্রীর পিত্রালয়ে গিয়ে বসবাস করলে বা কন্যা বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে তার পিত্রালয়ে থাকলে এরূপ পরিবারকে **মাতৃনিবাসী পরিবার** বলে। সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে এরূপ নিবাস দেখা যায়।

বংশক্রম অনুযায়ী পরিবারের দুটি রূপ দেখা যায়—পিতৃবংশক্রমিক (Patrilinial Family) এবং মাতৃবংশক্রমিক (Matrilinial Family)। প্রথম ক্ষেত্রে বংশ পরিচয় ও পদবী

Scanned with CamScanner

পিতৃবংশ অনুযায়ী হয়ে থাকে। দেখা যায় বিবাহের পর স্ত্রীর পদবী স্বামীর পদবীর অনুরূপ হয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততির পদবীও তাই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বংশতালিকা পিতৃবংশ অনুযায়ী থাকে। পক্ষান্তরে, মাতৃবংশক্রমিক পরিবারে বিবাহের পর নারী নিজের পূর্ব পদবীই বহন করে এবং তার ছেলে-মেয়েদের পদবীও একই নীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্ষেত্রেই এরূপ হয়ে থাকে।

❑ ভারতীয় যৌথ পরিবার ঃ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

☆ ধারণা

বিশ্বের বিভিন্ন কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজে যে ধরনের পারিবারিক সংগঠন দেখা যায় কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সাবেকি পরিবার ব্যবস্থাও তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এই ধরনের পরিবারকে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলে। রক্তের সম্পর্কই হল যৌথ পরিবারের ভিত্তি। প্রাচীন ভারতের যৌথ পরিবারে তিন-চার পুরুষের বংশধর বা সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন একই সংসারে বাস করত। তারা ছিল যৌথ সম্পত্তির অংশীদার, একান্নবর্তী এবং এক কর্তৃত্বের অধীন। ঐতিহ্যানুসারে তাদের কুলদেবতা ছিল অভিন্ন। বিবাহ ছিল একটি পারিবারিক দায়িত্ব। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত যৌথ পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হল পারিবারিক সম্পত্তির যৌথ অধিকার, সপিণ্ডপ্রথা, পিতৃতান্ত্রিকতা, পিতৃআবাসিকতা, পিতৃবংশানুক্রমিকতা ইত্যাদি।

ইরাবতী কার্ভে তাঁর 'Kinship Organization in India' গ্রন্থে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "একটি যৌথ পরিবার হল এমন কিছু ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যারা সাধারণত একই ছাদের তলায় বাস করে, যারা একই রন্ধনশালে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে, যারা একই সম্পত্তির অংশীদার এবং যারা পারিবারিক পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ও পারস্পরিক বিশেষ ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত।" আই. পি. দেশাই-এর মতে সেই পরিবারই হল যৌথ পরিবার যার বংশানুক্রমিক গভীরতা অণুপরিবারের থেকে বেশি এবং যার সদস্যরা সম্পত্তি, আয় ও পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। কিংসলে ডেভিসের ভাষায়, "যৌথ পরিবার গড়ে উঠত একই পূর্বপুরুষের বংশজাত পুরুষদের ও অন্যান্য নারীদের নিয়ে এবং বিবাহের দ্বারা গোষ্ঠীতে আনীত নারীদের নিয়ে। এসব ব্যক্তিরা সকলে একটি অভিন্ন গৃহে অথবা পরস্পরের নিকটবর্তী কতকগুলি গৃহে বসবাস করতে পারত। যাই হোক না কেন, যতক্ষণ যৌথ পরিবার এক থাকত ততক্ষণ সদস্যরা পরিবারকে সহায়তা করবে এবং পরিবার থেকে সমগ্র উৎপাদনের একটি অংশ পাবে এটা প্রত্যাশিত ছিল।"

☆ বৈশিষ্ট্য

যৌথ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

১। যৌথ পরিবারগুলি বৃহদাকার-বিশিষ্ট হয়। আয়তনের বিশালতাই এই ধরনের

Scanned with CamScanner

পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, নাতিনাতনী প্রভৃতি সকলে একত্রে এই একান্নবর্তী পরিবারে বাস করে। এছাড়াও অনেক সময় কোনো কোনো নিকট আত্মীয়ও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে যৌথ পরিবারে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে একটি যৌথ পরিবার হল কতকগুলি ছোটো ছোটো মূল পরিবারের একত্রে অবস্থান।

২। অভিন্ন আবাসন হল যৌথ পরিবারের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যৌথ পরিবারের সদস্যরা সাধারণত একই বাসগৃহে বসবাস করে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে একটি যৌথ পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য পাশাপাশি সংলগ্ন কয়েকটি বাসগৃহও ব্যবহৃত হয়। তবে যৌথ পরিবারের সকল সদস্য একই হাঁড়িতে বা একত্রে অন্নগ্রহণ করে।

৩। যৌথ পরিবারগুলি সাধারণত কৃষিভিত্তিক হয়। পরিবারের সকলেই কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে। কোনো কোনো যৌথ পরিবার কারিগরিতেও নিযুক্ত থাকে। সেক্ষেত্রেও পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারগুলি উৎপাদন একের ভূমিকা পালন করে।

৪। যৌথ পরিবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যৌথ সম্পত্তি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পত্তি যৌথ মালিকানায় থাকে এবং সম্পদের উৎপাদন ও ভোগ যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। এম. এস. গোরে যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে যৌথ পরিবার হল সেই ধরনের সঙ্ঘ যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা সম্পত্তির সমানাধিকারী। যৌথ পরিবার হল একটি সমবায় সমিতির মতো। এক্ষেত্রে পরিবারের কর্তা অনেকাংশে অছির ভূমিকা পালন করেন। তিনিই পারিবারিক সম্পত্তির দেখাশুনা করেন এবং পরিবারে সদস্যদের কল্যাণার্থে এই সম্পত্তি পারিচালনা করেন। পরিবারের সকল সদস্যের যাবতীয় রোজগার পরিবারের কর্তার হাতে জড়ো হয়। তিনি তার থেকে পরিবারের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনমতো খরচ করেন।

৫। যৌথ পরিবারের সদস্যরা সমান অধিকার ভোগ করে এবং সমান দায়দায়িত্ব পালন করে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য পারিবারিক বিভিন্ন কাজকর্মে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করে। তবে পরিবারের কর্তার হাতে সাধারণত কিছু বিশেষ অধিকার থাকে। তেমনি আবার কর্তার উপর কিছু বাড়তি দায়িত্বেরও বোঝা থাকে।

৬। যৌথ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান থাকে। এদের ধর্মবিশ্বাস সাধারণত অভিন্ন হয় এবং তারা একই দেবদেবীর উপাসনা করে। অনেক পরিবারে নির্দিষ্ট গৃহদেবতা বা কুলদেবতার অধিষ্ঠান থাকে। যৌথ পরিবারে প্রায়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের মতো

Scanned with CamScanner

আনন্দানুষ্ঠান এবং শ্রাদ্ধাদির মতো বিষাদময় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পরিবারের সদস্যরা একযোগে এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সামাজিক পালাপার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা অংশ নেয় এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

৭। যৌথ পরিবারের মূল ভিত্তি হল সহযোগিতার নীতি। সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া যৌথ পরিবারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

৮। যৌথ পরিবারের সুদৃঢ় আর্থিক স্থায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক যৌথ পরিবারের সাধারণত একাধিক উপার্জনশীল সদস্য থাকে। পরিবারের সাধারণ তহবিলে সকলের আয় জমা হয়। দু-একজন সদস্যের কম রোজগার বা রোজগারের অভাবের জন্য যৌথ পরিবারের কোনো সমস্যা হয় না। তাছাড়া যৌথ পরিবারের সাধারণত বহুবিধ আয়ের উৎস বর্তমান থাকে।

৯। যৌথ পরিবারের সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। যৌথ পরিবারব্যবস্থা সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে অব্যাহত রাখে। এই ধরনের পরিবারে পারিবারিক সংস্কৃতি উত্তরপুরুষের মধ্যে নিয়ত সঞ্চারিত হয়। তার ফলে সমাজের সাংস্কৃতিক সুস্থিতি সুনিশ্চিত হয়।

❑ যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণসমূহ

ভারতীয় যৌথ পরিবারের ভাঙনে নানা সামাজিক উপাদানের অবদান রয়েছে। সমকালীন সমাজ জীবনের কিছু প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সনাতনী ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। এই কৃষি নির্ভর সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে প্রধানত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলেই সনাতনী ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবারের উপযোগিতা হ্রাস পেতে শুরু করে। ভারতীয় যৌথ পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক কিংসলে ডেভিস বলেছেন, হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থা একটি কৃষি ভিত্তিক সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মানানসই ছিল। যেখানে সচলতা ছিল খুবই কম, বিশেষীকরণ ছিল সাধারণ, সামাজিক মর্যাদা স্থির নির্দিষ্ট, বিজ্ঞান প্রাথমিক স্তরের এবং সামাজিক প্রথা ছিল অপরিবর্তনীয়।

ভারতীয় যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের পিছনে যে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান নিচে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

১। শিল্পায়ন

ভারতের কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থা শিল্পায়িত সমাজে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে একান্নবর্তী পরিবারের পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(ক) শিল্পসভ্যতার প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ উন্নত জীবিকার আশায় শিল্পাঞ্চলে চলে

Scanned with CamScanner

আসে। এদের অনেকেই স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিকে নিয়ে চলে আসে। ফলত গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে পড়তে থাকে। এসব পরিবারের অর্থনৈতিক বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যায় এবং পারিবারিক ঐক্য ও সংহতি দুর্বল হয় পড়ে। গ্রামাঞ্চল থেকে শিল্পাঞ্চলে চলে আসা পরিবারগুলির যৌথ প্রকৃতি আর থাকে না। সেগুলি অণুপরিবারে রূপান্তরিত হয়।

(খ) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর স্থাপিত যৌথ পরিবারগুলির সম্পদ তহবিল, আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব কিছুই ছিল যৌথ। পরিবারের কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত তহবিল বলে কিছু ছিল না। একারণে যৌথ পরিবারের অর্থনৈতিক বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে এসে কলকারখানায় কাজ নেওয়ার পর প্রত্যেকে ব্যক্তিগত উপার্জন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। স্ব-উপার্জিত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের কারো আয় হল বেশি, কারো কম, কারো আবার আয় বলতে কিছুই থাকল না। পরিবারের উপার্জনশীল সদস্যরা আর সমানভাবে পারিবারিক দায়দায়িত্ব বহন করতে এবং পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে সম্মত হল না। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ যৌথ পরিবারব্যবস্থাকে শিথিল করে দিল।

(গ) শিল্পায়নের ফলে আধুনিক কালে মহিলাদেরও কর্মসংস্থানের নানারকম সুযোগ এবং তাঁদের কর্মনিযুক্তির উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত হয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জন করছে। ফলে বর্তমানে স্বামী তথা পুরুষের উপর নারীর আর্থিক নির্ভরশীলতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং মহিলাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর স্বাভাবিক পরিনতি হিসেবে পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এতদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষের আধিপত্য ও নারীর আনুগত্যের যে নীতির উপর পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল তার অবসান হয়েছে। ফলতঃ যৌথ পরিবারের ভাঙনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

২। নগরায়ন

শিল্পায়ন ও নগরায়ন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সাধারণত শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই নগর গড়ে ওঠে। ভারতেও শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরায়নের বিকাশ ঘটেছে। ভারতে যৌথ পরিবারব্যবস্থার উপর এই নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে।

(ক) জীবিকার সন্ধানে, ভাগ্যান্বেষণে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, সুচিকিৎসার প্রয়োজনে, নগরের বিলাস-বৈভবময় উচ্ছল জীবনের আকর্ষণে বিভিন্ন মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে চলে আসে। এর ফলে গ্রামের যৌথ পরিবারগুলির সদস্যসংখ্যা হ্রাস পায় এবং যৌথ পরিবারগুলি আকারে ছোটো হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

(খ) নানা কারণে গ্রামবাসীরা শহরে চলে আসায় শহরাঞ্চলে মানুষের ভিড় অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শহরে আবাসন সমস্যা তীব্র হয়। এই অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেও গ্রাম থেকে আগত কোনো বৃহৎ যৌথ পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষে একই ছাদের নীচে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব হয় না। ফলত অবস্থার চাপে অনন্যোপায় হয়ে যৌথ পরিবারগুলি বিভক্ত হয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে সৃষ্টি হয় ছোটো ছোটো অণু পরিবারের, যারা আলাদা আলাদা বাড়িতে বসবাস করে।

(গ) কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ পরিবারে সন্তানসন্ততির সংখ্যা সাধারণত বেশি হয়। বস্তুত এই পরিবারগুলিতে সাবেকি কৃষিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমের যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিবারের আয়তনকে বড়ো রাখার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, আবাসনের অকুলান, সন্তানের লালন পালনের উচ্চ ব্যয়, কর্মনিযুক্তির সমস্যা ইত্যাদি কারণে শহরাঞ্চলে ঠিক এর বিপরীত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শহরাঞ্চলে দম্পতিরা পরিবারের আয়তনকে পরিকল্পিতভাবে সীমিত রাখতে যত্নবান হন। একারণে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলির আকারে ছোটো হয় এবং এখানে আর নতুন করে যৌথ পরিবার গড়ে ওঠে না।

(ঘ) গ্রামাঞ্চলের যৌথ পরিবার সদস্যদের প্রতি বহুবিধ দায়িত্ব পালন করত। এই দায়িত্বের অনেকটাই নগর-পরিবারগুলি এড়িয়ে চলে। নগরাঞ্চলে শিশুর প্রতিপালনের জন্য আছে ক্রেশ, বেবিসিটার; শিশুর শিক্ষার জন্য আছে নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিশুবিদ্যালয়; রোগীর পরিচর্যার জন্য আছে হাসপাতাল-ক্লিনিক-নার্সিং হোম। এমনকি দৈনন্দিন গৃহস্থালীর খাদ্য সরবরাহ, জামাকাপড় ধোওয়া কাচা ইত্যাদির জন্য আছে হোটেল-রেস্তোরাঁ, হোম সার্ভিস, লন্ড্রি ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ কর্ম সম্পাদনের জন্য যৌথ পরিবারের প্রয়োজন ছিল। নগরাঞ্চলে এই প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয় না বলে যৌথ পরিবারের দেখাও বিশেষ মেলে না।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলের পরিবার ব্যবস্থায় জোরালো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনও অত্যন্ত আঁটোসাঁটো। নগরের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রাশ শিথিল বলে পারিবারিক সম্পর্কের জোরালো বন্ধনও অনুপস্থিত। শহরে মানুষ পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী বহুবিধ সংস্থার সদস্য হয় যা গ্রামাঞ্চলে সম্ভব নয়। শহরে পরিবার মানুষের আনুগত্যের প্রধান দাবিদার নয়। ফলত শহরে যৌথ পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বিশেষ অনুভূত হয় না। যৌথ পরিবারের আবেগগত প্রয়োজনের অনুপস্থিতির কারণে শহরাঞ্চলে যৌথ পরিবারব্যবস্থা টিকে থাকে না বা নতুন করে গড়ে ওঠে না।

Scanned with CamScanner

৩। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

আধুনিককালে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেছে। এর সাথে সাথে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভাবনাও আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্বার্থচিন্তা প্রবল হয়েছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণার প্রসার পারিবারিক ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী এক বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরেছে।

৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি ও বিস্তারের ফলে মানুষের মনে এক নতুন সমাজচেতনার জন্ম হয়েছে। এই আধুনিক সমাজচেতনা একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার পরিপন্থী। যৌথ পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য, বিভিন্ন সম্পর্কের আকর্ষণ, বিবিধ সংস্কারের বন্ধন ইত্যাদি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৫। সচলতা বৃদ্ধি

বর্তমানকালে পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এ ব্যাপারে সুযোগসুবিধার উন্নতির ফলে মানুষের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবার পরিত্যাগ করার একটা প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হল যে প্রয়োজনে খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি মূল পরিবারে যাওয়া যায়। মানুষের আঞ্চলিক ও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌথ পরিবার ত্যাগ করার একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

৬। কৃষিজমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইনের প্রভাব

বর্তমানে একটি গ্রামীণ পরিবারের কৃষিজমির উর্ধ্বসীমা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারগুলি এই আইন এড়ানোর জন্য অনেক সময়ে সুপরিকল্পিতভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। কারণ একটি পরিবার বিভক্ত হয়ে কতকগুলি ছোটো ছোটো পরিবারে পরিণত হলে প্রতিটি ছোটো পরিবারের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে কৃষিজমির উর্ধ্বসীমা-সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য হবে। ফলত সম্মিলিতিভাবে মূল পরিবারের মোট জমির পরিমাণ আগের মতোই থাকবে।

৭। পরিবার ও বিবাহ-সংক্রান্ত আধুনিক আইনগুলির প্রভাব

আধুনিক ভারতে যৌথ পরিবারব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পিছনে সামাজিক ক্ষেত্রের কতকগুলি সংস্কারমূলক আইনের প্রভাব বিদ্যমান। ১৮৭২ সালের বিবাহ আইনে ছেলেমেয়েদের পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে স্ত্রীও ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করতে পারে এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে

Scanned with CamScanner